R. N. No. 2332/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ | ২৭শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪১৫ সাল। ৩রা ডিসেম্বর, ২০০৮ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা | বার্ষিক : ৫০ টাকা

ভাগীরথী ব্রীজের দখলদার রাস্তা অবরোধকারীদের দাপট কমাতে পুলিশী তৎপরতা এখনই প্রয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভাগীরথী ব্রীজ তৈরীর সময় ঐ এলাকার আশপাশে যে সব লোক জায়গা দখল করে ব্যবসা করছিলেন তাদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়নি। পি ডবলিউ ডি রোডস্ জঙ্গিপুর পুরসভার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ব্রীজের নীচে ঘর করে উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীদের সুযোগ দেবার জন্য পুরসভা থেকে বার বার চিঠি করেও এর কোন সুরাহা করতে পারেনি পুরসভা। এই আক্ষেপ পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্যের। এক সাক্ষাতকারে তিনি জানান, ব্রীজের নীচের ফাঁকা সব জায়গা এলাকার কিছু মস্তান দখল নিয়ে অন্যদের বন্টন করে টাকা রোজগার করছে। জবর দখল জায়গায় ব্যবসা করতে গিয়ে প্রায় ব্যবসায়ী চলাচলের রাস্তা চেপে নেয়ায় যানবাহন বা মানুষ চলাচলে প্রতিনিয়ত অসুবিধা হচ্ছে। এরা ব্যবসার স্বার্থে ব্রীজের ওপর থেকে বৃষ্টির জল পড়ার মুখগুলো পর্যন্ত সিমেন্ট দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে ব্রীজের জল রাস্তায় নেমে এসে পিচের রাস্তায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

আদিবাসীদের বিপথে চালানোয় মাওবাদীদের সাথে কংগ্রেস-তৃণমূল দায়ী —শ্যামল চক্রবর্তী

অসিত রায় : মুর্শিদাবাদ জেলার বিড়ি শিল্পে যুক্ত বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের ডাকে জেলা শ্রমিক সমাবেশ হয়ে গেল গত ২৫ নভেম্বর রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি ময়দানে। বিড়ি শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধি, লগবুক ও পি. এফ. কার্যকরী করা, মালিকদের অমানবিক শোষণ ও অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে বামপন্থী নেতৃত্ব বিড়ি মালিকদের জনস্বার্থ বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করেন। সিটুর রাজ্য সম্পাদক শ্যামল চক্রবর্তী ক্ষোভের সঙ্গে বঞ্চিত, নিপীড়িত শ্রমিকদের উপর মালিকদের শোষণ এবং ন্যায্য দাবী আদায়ে লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান। লালগড়ের আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এর পিছনে রয়েছে মাওবাদীরা। সঙ্গে রয়েছে তৃণমূল আর কংগ্রেসের মদত। রাজ্যের উন্নয়ন স্তব্ধ করে জনস্বার্থ বিরোধী কাজের মধ্যে এরা বিশৃংখলা এবং অচলাবস্থা সৃষ্টি করছে। রাস্তা কেটে, বিদ্যালয় বন্ধ রেখে ক্ষোভের প্রকাশ হ'তে পারে না। পক্ষান্তরে এই সব আন্দোলনের ফলে স্বাভাবিক জনজীবনের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়। যা কখনই কাঙ্খিত নয়।

আক্রান্ত আমরা প্রত্যেকে

বিশেষ প্রতিবেদক : ভারতের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের অন্যতম শহর মুম্বাই উগ্রপন্থীদের হাতে আজ ক্ষতবিক্ষত। এখানে ওখানে পড়ে থাকা মানুষের চাপ চাপ রক্তে হাওয়ায় আঁশটে গন্ধ। স্থানীয় পুলিশের অপদার্থতাই এই চিত্র। শেষে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঐতিহ্যবাহী তাজ হোটেল চরমভাবে বিধ্বস্ত। পাক জঙ্গিহানা ভারতে নতুন কিছু ঘটনা নয়। তবে এখানকার গোয়েন্দা দপ্তরের ঔদাসীন্য ও ব্যর্থতা মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। যে কোন সময় যে কোন জায়গায় এই ধরনের আক্রমণের আশংকায় মানুষ ভুগছে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

রান্নার গ্যাস বাইরে পাচার করে সংকট সৃষ্টি চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : বর্তমানে ধুলিয়ানে রান্নার গ্যাসের তীব্র সংকট দেখা দিয়েছে। এখানে ভারত গ্যাসের একমাত্র এজেন্ট অঞ্জনা দাস। তবে এর পরিচালনা বা দেখভালের দায়িত্বে আছেন শীতল গ্যাস এজেন্সীর পক্ষে রমেশ মেমানী। ভারত গ্যাসের ব্যবসায়িক পরিধি পুর এলাকার মধ্যে থাকলেও (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন'

নবান্ন কথাটির অর্থ নব অন্ন। অর্থাৎ নূতন ধান্যের অন্ন গ্রহণের প্রথম পর্বের উৎসব। সে কারণে বাংলায় নবান্ন উৎসব রূপে পালিত হইয়া আসিতেছে প্রাচীকাল হইতে। এই বাংলায় প্রাচীন যুগে অগ্রহায়ণ বৎসরের প্রথম মাস বলিয়া গণ্য হইত। বর্ষার মাস আষাঢ়-শ্রাবণে ধান্যের চাষ আরম্ভ হইয়া হেমন্তের শেষে অগ্রহায়ণে ধান্য ছেদন শেষ হইত। ক্ষেত হইতে ভারে ভারে কর্ত্তিত ধান্য কৃষকের গৃহে আনিত হইত। শুধু ধান্যই নহে হেমন্তে ক্ষেতে ক্ষেতে তরিতরকারির ফলন হইত। কপি, মূলা, বেগুন, শাকসব্জীতে ক্ষেতগুলি চকচক করিত, আজিও করে। বর্ষার জলভরে নদী পুষ্করিণী থইথই করিত, আজিও করে। মৎস্য সুপ্রাপ্য হয়। চাষীর মুখে হাসি ঝলমল করে। অর্থাৎ ঘরে ঘরে বিরাজ করে লক্ষ্মীরূপিণী খাদ্য শস্যের বিপুল সমারোহ। বৎসরের প্রথম মাসের সেই সম্ভারে গৃহস্থের গৃহে আনন্দের স্রোতধারা বহিয়া চলে। সেই কারণেই এই সময়ে গৃহস্থেরা করে লক্ষ্মীর আরাধনা। হেমন্তের বাতাসে নূতন ধান্যের সুবাস। তাই কবিরাও গাহিয়াছেন—'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন/তোমার ভবনে ভবনে।' আত্মীয়স্বজন লইয়া একত্রে উৎসবে মাতিয়া উঠিত কৃষিপ্রধান বাংলাদেশ। আজিও সেই উৎসব ঘরে ঘরে। অবশ্য বর্তমানে খেটে খাওয়া শ্রমজীবীর সংখ্যাই বেশী। তথাপি পুরাতনের সেই আনন্দঘন দিবস ভুলিতে পারেন নাই কেহ। তাই নবান্ন উৎসবের চল আজিও এই দেশে বর্তমান। এই সময়ে বাজারে সাধারণভাবেই খাদ্যশস্য, শাকসব্জী ও মাছের মূল্য কম হয়। অন্ততঃপক্ষে বৎসরের এই একটি মাসেই দ্রব্যমূল্য কম থাকে, তাই হয় উৎসবের সমারোহ। কিন্তু বর্তমানে দেশের সেই সুদিন আর নাই। অগ্রহায়ণেও বাজারে সাধারণ চাউলের মূল্য ~~চল্লিশ~~ হইতে কুড়ি টাকা কেজি। বেগুন ~~আট/দশ~~। আলু ~~ছয়/সাত~~ টাকা। শাকসব্জী পালং প্রভৃতি নিম্নবিত্তের অনেকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে নাই। মাছের কথা তো স্বপ্ন। ছোট মাছও কম করিয়া ~~সত্তর/আশি~~ টাকা। ডায়মন্ড হারবার বা পূর্ব বাংলার বরফ দিয়া আমদানীকৃত ইলিশ মৎস্যও ~~একশত~~ টাকা হইতে ~~একশত চল্লিশ~~ টাকা। তবুও অতীত বিলাসী বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে নবান্ন উৎসবের ধুম পড়িয়া যায়। নবান্নের দিবসগুলিতে আজিও বাঙ্গালী গৃহস্থের ঘরে বিশ ~~পঁচিশ~~ রকম ভাজা, বাঁধাকপি-ফুলকপির তরকারী, পালং শাকের চচ্চড়ি, মাছের ঝোল, মিষ্টি, সন্দেশ, পায়সান্ন দ্বারা আত্মীয় কুটুম্ব ভোজনের আয়োজন চলিতেছে, চলিবেও। এই দেখিয়া স্বভাবতই মনে জাগে কবির সেই বাক্য 'এত ভঙ্গ বঙ্গ ভুমি/তবু রঙ্গে ভরা।'

প্রজন্মের ব্যবধান

শীলভদ্র সান্যাল

এই তো সেদিনের কথা।

মধ্যবয়স্ক এক ব্যক্তি পাড়ার মুদির দোকানে জিনিষ কিনতে গেছেন, দোকানের রকে ব'সে কুড়ি প'চিশ বছরের পাঁচ সাত জন ছেলে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছে, আড্ডার বিষয়, অপরের কেচ্ছা কাহিনীর বিষাক্ত উদ্গার, মুখের ভাষাও খুব যে একটা পরিশীলিত, এমন বলার জো নেই। ওদেরই মধ্যে একজন, দোকানির কাছ থেকে সিগারেট কিনে নির্বিকার চিত্তে তাতে অগ্নি সংযোগ ক'রে বাতাসে ধোঁয়ার রিং ছড়াতে ছড়াতে জনৈকের উদ্দেশ্যে বলে উঠল, "যাই বলিস্ মাইরি হাতিকটা আবার দুদ্দার করে উঠবে, দেখে নিস্ ওর ডানসে শরীরের মোচরগুলো দেখেছিস্? উরিস্ শাহ্! ছেলেরাই ঘায়েল হ'য়ে যাবে, তো মেয়েরা কোন্ ছার!" মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিটি, যিনি স্থানীয় একটি কলেজের অধ্যাপক—ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে তাঁর প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি কোনক্রমে সংগ্রহ করে পালাতে পারলে. যেন বাঁচেন। তাদের এই যে উন্নাসিকতা, পারিপার্শ্বিকতার প্রতি নির্মম ঔদাসীন্য, বয়স্কজনের প্রাপ্য সম্মান দানে উগ্র অনীহা, এ বিষয়ে জ্ঞান দান করা যে কিরূপ মুর্খামি—তা একটা পাঁচ বছরের শিশুও বোঝে। তা হবে মৌচাকে ঢিল মারার সামিল! নিজের মান সম্মান নিয়ে মানে মানে কেটে পড় বাবা! কী দরকার পরের কাদা নিজের গায়ে ছিটিয়ে। অতএব স্পীকটি নট্। এইভাবে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এখান-ওখান থেকে প্রতি মুহূর্তে বহু অবাঞ্ছিত অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নিত্য ধেয়ে আসছে আর আমরা তা নীরবে হজম করছি। প্রতি মুহূর্তে আপস করছি, পিছু হটছি, নিজের চারিদিকে অদৃশ্য দেওয়াল তুলে এক একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত বাস করছি। স্কুল শেষে বাড়ি ফেরার পথে, জনৈক শিক্ষকের উদ্দেশ্যে ছুটে এল তীক্ষ্ন মন্তব্য, "অ্যাই প্যানা (প্রাণতোষ), তোর বউ শিগ্গিরই বিধবা হবে রে, একটা এল, আই, সি করিয়ে রাখিস।" তাঁর অপরাধ পরীক্ষার হলে ছাত্রদের টুকতে দেননি। এমন কি, টুকতে বাধা দেওয়ার জন্য ছুরিকাহত হয়ে মারা গেছেন, এমন ঘটনাও বিরল নয়। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ, আমি এখানে শুধু শিষ্টাচার ও ভদ্রতাবোধের কথা টুকুই বলতে চাচ্ছি। সমাজের দ্রুত পট বদলের সঙ্গে সঙ্গে এ সব কি আজ লুপ্ত হবার পথের? অথচ আজ থেকে তিরিশ বছর, কুড়ি বছর, এমন কি দশ বছর আগেও সমাজের চেহারাটা এরকম ছিলনা। পথচলতি ভিড়াক্রান্ত বাসে কোন অশক্ত বৃদ্ধ অথবা ক্রন্দনরত শিশুকোলে বিপন্ন মহিলাকে দেখে সমর্থ যুবককে অবলীলায় জায়গা ছেড়ে দিতে দেখেছি, দূরে কোন পরিচিত বয়স্ককে আসতে দেখে গলির মোড়ে জটলা করা ছেলে ছোকরাদের গলার স্বর ক্রমশই নিচুখাদে নেমে এসেছে, আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেট থাকলে তা হাতের তালুর নিরাপদ আড়াল খুঁজেছে! এখন এ সব কিছুর কোন বালাই নেই। যৌবনের সর্বগ্রাসী মত্ত অহমিকায় আজকের বিভ্রান্ত তরুণদল আচ্ছন্ন! তারই উগ্র প্রকাশ ঘটিয়ে বুঝি এক অদ্ভুত আত্মপ্রসাদ লাভ করে তারা! যেন অপরকে অসম্মান করাটাই এক মস্ত বড় বাহাদুরি। আমরা বুদ্ধিমানের মত এদের সন্তর্পণে পাশ কাটিয়ে যাই আর নিজের চারিদিকে গড়ে তোলা একটা ছোট্ট পৃথিবীতে স্বেচ্ছাবন্দী হ'য়ে পড়ি। প্রথম প্রথম জ্বালা ধরে বটে, তারপর অভ্যস্ত হ'তে হতে সেই জ্বালার তীক্ষ্নতাও ক্রমে ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসে! মনকে প্রবোধ দেই, এটাই চল্, এটাই রীতি! মেনে নাও, সহ্য করো! টিঁকে থাকার আদিম রণনীতি হল অ্যাডজাস্ট-মেন্ট। আমরা সেই নীতিই অনুসরণ করে চলেছি। প্রতিদিনই অভব্যতা ও শিষ্টাচারহীনতার দৃশ্যগুলি দেখেও না দেখার ভান করি কিংবা এক আশ্চর্য সহদশীলতার বিবরে নিজেদের গুটিয়ে রাখি। ব্যতিক্রম যে একেবারে ঘটেনা, এমন নয়, কিন্তু প্রতিবাদ করলেই অশালীন কটু মন্তব্য, লাঞ্ছনা, এমনকি প্রহার পর্যন্ত। এ সব আমরা হামেশাই খবরের কাগজে দেখতে পাই। প্রজন্মের বিপুল ব্যবধান ঘটে গেছে, সামাজিক জীবনের ব্যবহারে, রুচিতে, সংস্কৃতিতে। কিন্তু এ সব নিয়ে আমরা কি কিছু ভাবি? মুখ ফুটে কিছু বলি? অজস্র চোরাপথে তারুণ্যের এহেন অপব্যয় (৩য় পৃষ্ঠায়)

শিশু দিবস উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ থানার তালাইয়ের গাইডেন্স অ্যাকাডেমি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করলো জওহরলাল নেহরুর ১১৯ তম জন্মদিন গত ১৪ নভেম্বর। বিদ্যালয় থেকে রঘুনাথগঞ্জ সুভাষদ্বীপ পর্যন্ত প্রভাতফেরী ছিল দেখার মত। নাচ, গান, আবৃত্তি আর নাটকের ছান্দিক স্পন্দনে প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠেছিল রবীন্দ্রভবনে বিকেলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। 'সিঙ্গুরে শিল্প' শীর্ষক আলোচনায় স্থানীয় বিদ্যালয় ছাত্রদের বক্তব্যে শিল্পের আলোকে সিঙ্গুর প্রসঙ্গে তথ্যভিত্তিক আলোচনা সচেতনতার পরিচায়ক। আজকের দিনটির প্রাসঙ্গিকতা এবং তাৎপর্যের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন পুরোপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, প্রবীণ শিক্ষক হরিলাল দাস, গাইডেন্স অ্যাকাডেমির কর্ণধার এমদাদুল হক প্রমুখ।

ফরাক্কার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে শ্রমিক বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সি. আই. টি. ইউ.-এর ফরাক্কার এফ. এস. টি. পি. পি.-র ওয়ার্কাস ইউনিয়নের শ্রমিকরা তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্পের সমস্যা নিয়ে গত ১৩ নভেম্বর মেন গেটের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন। পূর্ণমাত্রায় (১৬০০ মেগওয়াট) উৎপাদন, এ্যাডহক দেওয়ার ক্ষেত্রে অফিসারদের সঙ্গে শ্রমিকদের বৈষম্য দূর করা, ঠিকা শ্রমিকদের বেতন চুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এ্যাডহক দেওয়ার ব্যবস্থা প্রভৃতি ১০ দফা দাবী নিয়ে শ্রমিকেরা বিক্ষোভে সামিল হয়েছিল। শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার এবং দাবীর উপর বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক দিলীপ মিশ্র, সভাপতি কানাইলাল মিশ্র প্রমুখ।

প্রজন্মের ব্যবধানে (২য় পৃষ্ঠার পর)

আমাদের চেতনায় কোন আঘাত করে ? হয়তো করে, হয়তো করেনা, কিন্তু এটা দিনের আলোর মত সত্য, আমরা যারা বিগত প্রজন্মের, একটা নির্দিষ্ট ধ্যান ধারণার পরিকাঠামোয় অভ্যস্ত, তারা কোথাও না কোথাও, কোন না কোন ভাবে এই সব অশিষ্টাচারের শিকার হচ্ছি। সেদিন স্টেশনের প্লাটফর্মে এক নব্য যুবা, হঠাৎ ধূমপানের নেশা প্রবল হয়ে ওঠায় এক সত্তরোত্তীর্ণ বৃদ্ধকে লক্ষ্য ক'রে বলল 'দাদু, ম্যাচেস্ হবে ?' ঊর্ধ্ব-ভুরু দাদু তো প্রথমে কিঞ্চিৎ হতবাক, পরে ঝাঁঝাল গলায় জবাব দিলেন, 'হবে, কিন্তু তোমাকে দেবনা ?' 'কেন, দাদু ?' 'সিগারেট রাখ, দেশলাই রাখতে পার না ?' দাদুর হাজির জবাব। নব্য যুবাটি সরে গেল, আর পাশ থেকে বন্ধু মন্তব্য করল, 'গুরু, দাদুকে একটা সিগারেট অফার করলেই পারতিস, তাহলেই ম্যাচেস্‌টা ক্যাচেস্ হ'য়ে যেত !' তারপরেই হয়তো, এক সুবেশা তরুণীকে, বান্ধবী নিশ্চয়ই, সে পথে আসতে দেখে যুবকটি উচ্ছ্বসিত কন্ঠে বলে উঠল, 'হাই চুমকি ! তোকে যে আজ দেখাচ্ছেনা ! জাস্ট-লাইক আ ড্রিমগার্ল।' চুমকি সারা তনুবল্লরীতে যৌবনের হিল্লোল তুলে বলল, 'ইউ-সো নটি ! হেল অব-ইউ !' পথে ঘাটে এ সব দৃশ্য প্রায়ই চোখে পড়ে আমাদের ! এক নিরুপায় নীরব দর্শকের ভুমিকায় অবতীর্ণ হ'য়ে এক বিপন্ন বিস্ময়কে রক্তের ভিতরে লালন ক'রে চলি। সময়ের পালা বদলের সাথে সাথে প্রজন্মের ব্যবধান ক্রমশই বাড়ে। একদল যৌবন জল তরঙ্গে ভেসে যায় ক্ষণিকের উন্নাসিক মোহে, আর এক দল, যারা গত প্রজন্মের, কিংবা তারও আগের তারা বিচ্ছিন্ন ভূগোলে স্বেচ্ছা-নির্বাসন-দন্ড নিয়ে আয়ুক্ষয় করেন। আধুনিক যুগের এক বিমূঢ় কবির উক্তির সত্যতা তাদের জীবনে মর্মে মর্মে উপলব্ধ হয়, 'অদ্ভুত আঁধার এক নামিয়াছে পৃথিবীতে আজ !'

আইনি সচেতনতা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা আইনি পরিষেবা সমিতির উদ্যোগে গত ১৩ নভেম্বর ধুলিয়ানের বেলাল ভবনে 'আইনি সচেতনতা শিবির' অনুষ্ঠিত হয়। দুঃস্থ মানুষদের সমাজ জীবনে মামলা মোকর্দ্দমা থেকে বেড়িয়ে আসার আইন সংক্রান্ত প্রাথমিক ধারণা এবং কীভাবে তারা সরকারী নিয়মের মধ্যে এই পরিষেবা পেতে পারে তার উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন জঙ্গিপুর আদালতের বিচারক অলোক চৌধুরি, শ্যামসুন্দর দাস, দেবীপ্রসাদ দে, সোমনাথ মুখোপাধ্যায়।

লায়নস ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ লায়নস ক্লাব অব জঙ্গিপুরের ২০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ২০ নভেম্বর তাদের আই হসপিটালে হয়ে গেল। সংস্থার পাস্ট ডিস্ট্রীক্ট গভর্ণর প্রদীপ আগরওয়াল জঙ্গিপুর কেন্দ্রের সদস্যদের সময়োপযোগী সেবার মানসিকতার প্রশংসা করেন। বিদায়ী সভাপতি শঙ্খনাথ চ্যাটার্জী দায়িত্বভার তুলে দেন নবাগতের হাতে।

নোটিশ

এতদ্দ্বারা ফরাক্কা ব্লক অন্তর্গত সমস্ত অধিবাসীবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে, ফরাক্কা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অন্তর্গত ৭টি অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদ এবং ১৯টি অঙ্গনওয়াড়ী সহায়িকা পদ শূন্য রহিয়াছে। সমস্ত পদগুলি তপশীল উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য ফরাক্কা সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পে যোগাযোগ করার জন্য বলা হচ্ছে।

শর্মিষ্ঠা সাহা
শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিক
১১/১১/০৮ ফরাক্কা আই. সি. ডি. এস. প্রজেক্ট, মুর্শিদাবাদ

স্মারক নং ৭৫৯/তথ্য/মুর্শিদাবাদ তাং ২৪/১১/০৮

আমাদের প্রচুর ষ্টক—
তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড
পছন্দ করে নিতে হলে সরাসরি
চলে আসুন।
নিউ
কার্ডস ফেয়ার
(দাদাঠাকুর প্রেস)
রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণে তিনজন গুরুতর জখম

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১নং ব্লকের মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধলো গ্রামে গত ২৬ নভেম্বর সকালে বোমা বিস্ফোরণে তিনজন গুরুতর জখম হন। এদের মধ্যে আছেন আনারুল সেখের মেয়ে মাসুমা খাতুন (১৯), আবুল সেখের মেয়ে আসমা খাতুন (৯) ও লতিব সেখের ছেলে সেখ সামিম (৬)। লতিব সেখের বাড়ীতে বোমা বিস্ফোরণ হয়। এদের মধ্যে গুরুতর আহত মাসুমাকে বহরমপুর স্থানান্তরিত করা হয়। তার হাতের প্রায় আঙ্গুল ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। শরীর থেকে বেশ কিছু স্পিলনটার ডাঃ অলোক বিশ্বাস বার করেন। প্রকৃত ঘটনা গোপন করতে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে এই দুর্ঘটনা বলে বাড়ীর লোকজন ঘটনাটা চাপা দেবার চেষ্টা করেন বলে জানা যায়।

রান্নার গ্যাস বাইরে (১ম পৃষ্ঠার পর)

রমেশ মেমানীর চাতুরতায় আশপাশ পঞ্চায়েত এলাকা ছাড়াও নাকি মালদার কালিয়াচকে গ্যাস সিলিন্ডার পাচার চলছে। এর ফলে ধুলিয়ানের মানুষ কোম্পানীর নির্দেশ মতো একটি সিলিন্ডার নেয়ার ২১ দিন বাদে দ্বিতীয় সিলিন্ডার বুক করেও এক সপ্তাহের মধ্যে গ্যাস পাচ্ছেন না। এর ওপর সিলিন্ডারের সঙ্গে চা, তেল, চাল ইত্যাদি নিতে বাধ্য করে এখানকার গ্যাস সরবরাহকারী। কেউ এসব জিনিস নিয়ে আপত্তি করলে তাকে সিলিন্ডার দেয়া হয় না। নতুন কানেকশনের জন্য সিলিন্ডার পিছু ১২০০ ও রেগুলেটরের জন্য ১৫০ টাকা জমা দেয়ার নিয়ম থাকলেও এখানে নতুন গ্রাহকদের কাছ থেকে নানা অজুহাতে চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করা হয়। দুর্নীতিগ্রস্থ গ্যাস এজেন্টের অনাচারের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষ সংঘবদ্ধ হচ্ছেন বলে জানান ওখানকার কৃষ্ণকুমার দাস।

আক্রান্ত আমরা প্রত্যেকে (১ম পৃষ্ঠার পর)

কলকাতা নগরীর নিরাপত্তার আধুনিক অস্ত্রে আরো সজাগ হওয়া প্রয়োজন পুলিশ প্রশাসনের। রাজনৈতিক দলগুলোকে একটা ধিক্কার মিছিল বের করে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করলে চলবে না। নিজেদের ফায়দা থেকে দেশ বড়—অনুভবের দিন এসেছে।

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় সিভিল্ বিচারপতি (সিনিয়র ডিভিসন্), আলিপুর সপ্তম কোর্ট গত ০৩/০৫/২০০৭ তারিখ এক নির্দেশনামায় ৺বিনয়ভূষণ রায় এবং ৺লীলা রায়ের কোলকাতা এবং রঘুনাথগঞ্জস্থ যাবতীয় স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির উপর স্থগিতাদেশ জারি করেছেন। ঐ নির্দেশানুসারে বর্তমানে ঐ সম্পত্তির ক্রয়, বিক্রয়, লিজ, হস্তান্তর, ভাড়া ইত্যাদি যাবতীয় লেনদেন অবৈধ এবং ঐ কাজে যুক্ত থাকা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সিক্তা বর্দ্ধন
৩৫, রাজা রামমোহন রায় রোড
কলিকাতা—৪১

২৪/১১/০৮

মাঠের মধ্যে অপরিচিতা যুবতীর মৃতদেহ

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ১ ব্লকের মির্জাপুর বাসষ্ট্যান্ড লাগোয়া 'বাঁধা'র মাঠে গত ২ ডিসেম্বর সকালে এক অপরিচিতা যুবতীর (২৬-২৮) মৃতদেহ গ্রামবাসীরা দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। যুবতীটিকে ধর্ষণ করে তার শ্বাসনালী কেটে দিয়ে ওখানে এ্যাসিড ঢেলে দেয়া হয় বলে গ্রামবাসীরা জানায়। রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত মির্জাপুর, রাজানগর, খোজারপাড়া মাঠ থেকে ধান বোঝাই গাড়ী ঐ এলাকা দিয়ে আসা যাওয়া করে। তখন পর্যন্ত কারো নজরে কিছু পড়েনি বলে জনৈক গ্রামবাসী জানান।

ভাগীরথী ব্রীজের দখলদার (১ম পৃষ্ঠার পর)

জমা হয়ে গর্তের সৃষ্টি করছে। ব্রীজের ওপর চলন্ত যানবাহন থামিয়ে যাত্রী ওঠা নামার জন্য দু' তিনটি ষ্টপেজ চালু হলেও রঘুনাথগঞ্জ থানার অপদার্থ আই সি নির্বাক। মাঝে ফুলতলার রাস্তা অবরোধকারী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল। আবার ঐ এলাকায় জবরদখল শুরু হয়েছে। ভাগীরথী ব্রীজের ওপর যানবাহনের কাছ থেকে মাশুল আদায়ের ব্যাপারে পি, ডবলিউ, ডি রোডস্কে একাধিকবার চিঠি করেও কিছু করতে পারিনি। মৃগাঙ্কবাবু আরো জানান—সেন্টিমেন্টের বশে ব্রীজকে আলোকিত রাখতে ট্রান্সফরমার কিনতে হয়েছে। টেকনিসিয়ান রাখতে হয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যুৎ বিলের টাকাও নিয়মিত পুরসভাকে গুণতে হচ্ছে। রঘুনাথগঞ্জ—সাগরদীঘি রাস্তা দখল করে অনেক ব্যবসায়ী মালপত্র সাজিয়ে বসে থাকছে, কেউ রোদ বৃষ্টি রুখতে মাথার ওপর অতিরিক্ত ঝাঁপ ব্যবহার করে রাস্তাকে সংকুচিত করছে। পুলিশ কিছু দেখেনা। কেবল তোলা আদায় করতে ব্যস্ত। জঙ্গিপুর পারেও একই অবস্থা। মদ, মাতাল, দেহ ব্যবসায়ী ও সমাজ বিরোধীদের দাপটে সাধারণ ব্যবসায়ী ও শান্তিপ্রিয় মানুষ জর্জরিত। সুপার মার্কেটে টেলারিং, মোটর পার্টসের দোকান, দোতলায় হোটেল এক সময় ভালো চললেও বর্তমানে সবকিছু বান্ধর মুখে। ওখানে স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনতে চিন্তা ভাবনা চলছে।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার
মোড়কে উদ্বোধন হলো
॥ হোটেল ইণ্ডিগো ॥
বাস ষ্ট্যাণ্ডের সন্নিকটে
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ২৬৬০২৩
রুচিসম্মত আহার, এয়ার কণ্ডিশনসহ বাসস্থান, কনফারেন্স রুম এবং যে কোন উৎসব অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা বলবো।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।